১৫/৬/২০০১

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৩ ... কলাম ... ৫ .....

উচ্চপর্যায়ে অবসরগ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভার্সিটিগুলির ব্যয় বাড়িতেছে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ দেশের ১৩টি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট বরাদ্দের সিংহভাগ অর্থাৎ ৭২ শতাংশ ব্যয় হইতেছে বেতন-ভাতাদি খাতে। বাকী ২৮ শতাংশ ব্যয় হইতেছে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। এই ২৮ শতাংশের মধ্যে রহিয়াছে প্রশাসনিক এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের রিপোর্টে (১৯৯৮-৯৯) এই কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। বেতন-ভাতাদি বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়া রিপোর্টে বলা হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে সৃষ্ট পদের চাইতে পূরণকৃত পদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় বাজেটে উহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। আর্থিক শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে এই ধরনের ব্যয় হ্রাসের কথা রিপোর্টে জোর দিয়া বলা হয়। (১৩শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

উচ্চ পর্যায়ে অবসরগ্রহণকারীর

(৩য় পৃঃ পর)

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধিক পদোন্নতির ফলে উচ্চ পর্যায়ের অবসর গ্রহণকারীর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। মূল বেতনের ১০ শতাংশ হারে চাঁদা দিয়া যে পেনশন তহবিল গঠিত হইতেছে, তাহা হইতে দায়ের পুরাটা পরিশোধ করা সম্ভব হইতেছে না। ইহাছাড়া বিদ্যুৎ খাতে এবং পরিবহন খাতে ব্যয় বৃদ্ধির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। বিদ্যুৎখাতে ৬ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা হইতে ১০ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইতে মাত্র ৮ বৎসর সময় লাগে। পরিবহন খাতে ব্যয় বৃদ্ধির ২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা হইতে ৬ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা বাড়িয়া যাইতে সময় লাগে মাত্র ৮ বৎসর।

রিপোর্ট হইতে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সামগ্রিক রাজস্ব বাজেটে নিজস্ব আয়ের পরিমাণ ৫ শতাংশ হইতে ১০ শতাংশ যাহা নিতান্তই নগণ্য। রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য কমিশন এবং সরকার হইতে বারবার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে তাগিদ দেওয়া হইতেছে।